দৈনিক খবর

তারিখ 23 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

14

শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ সরকারীকরণের আবেদন

শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ গাজীপুর জেলার সর্ব বৃহৎ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ এবং স্নাতক শ্রেণীতে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ এই কলেজে চালু রয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা দুই হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই জন। কলেজটির শিক্ষার গুণগত মান খুবই ভালো। শিক্ষকদের মানও খুবই ভালো। এই কলেজে মোট ৩১ জন শিক্ষক এবং ২০ জন অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। কলেজটির মাসিক ব্যয় দেড় লাখা টাকার উপরে। কিন্তু আয় তার তুলনায় অনেক কম। তাই এর তহবিলে বরাবরই ঘাটতি থাকে প্রচুর। ফলে কলেজটির কাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। এলাকায় ৯০%-এর উপরে দরিদ্র লোকের বাসা। তারা মূলতঃ দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী। এলাকার এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবী কলেজটির আশু উন্নয়ন ও সরকারীকরণ।

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে সাবেক স্পীকার এবং বর্তমান আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সরকারীভাবে কলেজটি পরিদর্শন করেন এবং কলেজটি আশু সরকারীকরণের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তন ও পরবর্তীতে ত্রুটিপূর্ণ জাতীয়করণ ব্যবস্থার ফলে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজটি সরকারীকরণ বা কোনো প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির কোনো সম্ভাবনার মুখও দেখতে পেলো না। বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে এই কলেজ মাঠে ছাত্র-শিক্ষক-জনতার সভায় বলেন যে, সময় ও সুযোগ আসলে জীর্ণ এ কলেজটি সরকারীকরণের ব্যবস্থা তিনি করবেন। এলাকাবাসীর সাথে আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের সে সময় ও সুযোগ এসেছে। বর্তমানে দেশে জনপ্রিয় সংসদীয় সরকার অধিষ্ঠিত। বর্তমান সংসদের প্রথম বেসরকারী দিবসে শ্রীপুর কলেজ সরকারীকরণের দাবী উথাপন করা হয়। এলাকাবাসীর এই প্রাণের দাবীর সাথে আমরাও একই সুরে দাবী জানাই কলেজটি অবিলম্বে সরকারীকরণের ঘোষণা প্রদান করা হোক।

এসএম লুৎফর রহমান
কম্যাণ্ডার শ্রী-উপজেলা কম্যাণ্ড।
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,
শ্রীপুর, গাজীপুর।